# জয় বাংলা মুজিবর

কবি—মণীন্দ্রমোহন পণ্ডিত

নৈহাটি, ২৪ পরগণা

নকল প্রমাণে আইনতঃ দণ্ডনীয়।

রেঃ ক্রিঃ নং ১৫৫৬১

৮ম মুদ্রণ

মূল্য—দশ পয়সা

এবার শুনুন ভাই ২ বলে যাই, জয় বাংলার কথা,
একে একে শুনে যাবেন আছেন যত শ্রোতা।
শেখ মুজিবর ২ ভোটের পর জিতে গেলেন ভাই,
ইয়াহিয়ার কাছে বলেন স্বাধীন বাংলা চাই।
ইয়াহিয়া বলে ২ সেই স্থলে স্বাধীন নাহি পাবে,
যতদিন পাকিস্থান আমার হাতে রবে।
যুদ্ধ করতে হবে ২ তবে পাবে জিততে যদি পারো,
স্বাধীন যদি নিতে চাও অস্ত্র এবার ধরো।
এই কথা বলে যায় চলে, পশ্চিম পাকিস্থান,
হঠাৎ পাক সৈন্য ঢাকায় করে আক্রমণ।
তারা বোমা ফেলে ২ যায় চলে, বহু লোক মরে,
ষ্টেনগান মেশিনগান চালাইল জোরে।
এই ষ্টেনগান ২ মেসিনগান যে দিকে যায়।
মানুষ গরু ঘর দুয়ার পুড়ে হয় ছাই।
স্কুলের ছেলে মেয়ে ২ উঠে যেয়ে স্কুলেতে যখন,
পাক সৈন্য ঘিরে ফেলে যাইয়া তখন।
ধরে একে একে ২ মারে বুকে, গুলি বিদ্ধ করে,
সুন্দরী মেয়ে পেলে নিয়ে যায় ধরে।
পরে রাত্রিকালে গ্রামাঞ্চলে, পাক সৈন্য যায়,
আমাদের মা বোনেরা যখন ঘুমায়।
ঘরে ইাগুন দিয়ে ২ দাঁড়ায় গিয়ে রাস্তায় তখন,
গুলি করে মারে ছুটে আসে যে যখন।
তখন গুলি করে ২ প্রাণে মারে পড়ে ধড়াধড়,
বাচ্চাগুলো ছুড়ে ফেলে আগুনের ভিতর।

ভাল মেয়ে পেলে ২ বউ পেলে ধরে তাদের রাখে,
কিছুক্ষণ পরে তাদের গুলি মারে বুকে।
আবার লুট করে ২ ঘরে ঘরে চাল, টাকা, সোনা,
কত লোক মারা গেল পরে হবে গোনা।
কত প্রাণ ভয়ে ২ যায় ধেয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে,
পেছন থেকে তাদের গুলি করে মারে।
মুক্তিবর সৈন্য ২ মহামান্য এই খবর পেয়ে,
যেথা আছে পাক সৈন্য সেথা যায় ধেয়ে।
মৌমাছির মত ২ শত শত যেয়ে পড়ে ঘাড়ে,
যত ছিল পিস্তল বন্দুক সব নিল কেড়ে।
তাদের ঘিরে ফেলে ২ জেলের জালে মাছ যেমন ধরে,
উকুন মারা করে তখন তাদের ধরে মারে।
তারা সৈন্য মেরে ২ ক্রোধ ভরে আগুন নিভায়,
তারপর জয় বাংলার নিশান উড়ায়।
শুনুন তারপরে ২ ধীরে ধীরে বলিব এখন.
কেমন করে চট্টগ্রাম হইল নিধন।
চট্টগ্রামের কথা ২ বলি হেথা শুনুন দিয়ে মন,
পাক সৈন্য কেমন কোরে করে আক্রমন।
সে যে পাক ফৌজ ২ রোজ রোজ শহর উপর,
ষোলা বর্ষণ উপর থেকে করে ঐ শহরে।
সে যে জল ট্যাঙ্ক ২ প্যাটন ট্যাঙ্ক কত ধ্বংস হল
স্কুল কলেজ অফিস বাড়ী কত পোড়াইল।
তারা ধ্বংস করে ২ ঐ সহরে ইচ্ছামত ভাই,
মুক্তি ফৌজের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড লড়াই।

হয় মহাযুদ্ধ ২ কার সাধ্য নিবারিতে পারে,
উভয়ের সৈন্যগণ জর হল ঐ শহরে।
বহু লোক মরে ২ ঘরে ঘরে আগুন জ্বালায়,
প্রাণভয়ে জনগণ তখন পালায়
পাক সৈন্যগণ ২ ভাবে তখন কি করি উপায়,
সামন্য সৈন্য ছিল পালাইল ভাই।
তাদের অস্ত্রপাতি ২ রাতারাতি দখল করে নিল,
মুক্তি ফৌজ জয় বাংলার নিশান তুলিল।
রাজসাহী জেলা ২ তার পালা কিছু বলে যাই,
হঠাৎ বোমা বর্ষণ করিল জেলার মাথায়।
হল বহু ধ্বংস ২ স্কুলের অংশ কিছু মাত্র নাই,
দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সবাইকে জানাই।
যাড়া ব্রীজে আছে ২ নয়কো মিছে আমি বলে যাই
তিনশত পাক সৈন্য সেইখানেতে রয়।
ইহার সন্ধান পেয়ে ২ যায় ধেয়ে মুক্তি ফৌজ যত,
চারিধারে ঘিরে গুলি ছোড়ে অবিরত।
সে যে পদ্মানদী ২ নিরবধি খরতর ধারা ;
মুক্তি ফৌজ দেখে পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।
তারা জলে ভাসে ২ নদীর পাশে মুক্তি বাহিনী ;
মাথা তুললে গুলি করে মারে তখনি।
তারা ডুবে মরে ২ নদীর নীরে শুনুন এখন ;
তিনশত পাক সৈন্য এখানে খতম।
শত্রু নিপাত করে ২ তুলে ওরে জয় বাংলার নিশান
এতক্ষণে মুক্তি ফৌজ পাইল আশান।

## চরম পত্র।

হেনা পতি টিক্কা সাব, জব্বর খব্বর পাঠাইচে,
খব্বর পাঠাইচে এই, আম গো হৈন্য সামন্ত আর
তাল্লাস কইরা পাইতাছি না। —মুক্তি বাহিনীর—
আঁন্ধারিয়া গাবুর মারের চোটে সব হারাইয়া
গাছে গা—হুনচি মাটীর তলায় নাকি নুত্তন কাপ্পড়
দিয়া দিয়া হুহুয়াইয়া রাখচে— হ্যার জন্য আমা গা
ফের—পাঁচ ডিবিশন হৈন্য পাঠাইতে হইব। আ-র
হ্যার লগে পাঠাইতে হইব—কি—কাফনের জন্য
নূত্তন বস্ত্র—আপাততঃ একশ ওয়াগেন দিতে হইব—
হেই কথা না শুইনা খান সাহেবের মাথা ঘুরতাচে
আ-র মুখ চোকও হুকাইয়া যাইতাচে—কেমন
বুঝ্তাচেন—। অহো আর একটা বলতে ভুংলা
যাইতাচি—জল্লাদ খানের পোলার পিস্যা মশ্বায়
হুখানা জাহাজ ভইয়া অস্ত্র পাটাতাছিল
খানেরে দিবার জন্য,
মুক্তি বাহিনীর বিচ্চিগুলা ক্যাম্তে ট্যার পাইয়া—
ডুবো জাহাজে গিয়া—হ্যাগো জাহাজ হুইটারে,
তলাটারে একেবারে ফাঁক কইরা হ্যালাইচে
কেমন বুঝ্তাচেন।

গান সুর—লাল ঝুটি কাকাতুয়া

ইয়াহিয়া মরার জন্য ধরেছেন যে বায়না,
আয় আয় আয় তোরা দেখতে যাবি আয় না।
টিক্কা খান গুলি খেয়ে অক্কা পেল ভাই রে,
তাই শুনে ইয়াহিয়া হিংসায় মরে যায় রে।
কত লোক অক্কা পেল আমি কেন পাই না,
ইয়াহিয়া মরবে ওরে কে কে দেখতে যাবি আয়।
টিক্কা খার রক্ত দেখে ভুট্টা বেটা খাবি খায়,
ইহার জন্য ভুট্টা বেটা বাংলায় আসতে চায় না।
বাংলা চায় কাশ্মীর চায় আরও চায় কত কি,
মনে তার বড় আশা দেশ আছে যতটি,
এই সব রাজ্যগুলি আমায় কেন দেয় না।

গান—সুর কিনারে ডেকে

ইয়াহিয়া খান বড় বেইমান,
বাঙ্গালীদের মেরে মেরে করিলেন শশ্মান
যশোহরে নাই বেশী আর হিন্দু মুসলমান,
স্ত্রীর সামনে গুলি করে বধে স্বামীর প্রাণ।
কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে নদীতে ভাষাণ,
জনশূন্য করে দিলেন সোনার চট্টগ্রাম।
পোড়ে বাড়ী পোড়ে পাড়ী পোড়ে কত গ্রাম,
নাই কি কভু এদের কাছে প্রাণের কোন দাম।
সত্যই কি এদের প্রাণ পাষাণে নির্ম্মাণ,
মানুষ মেরে ধ্বংস করে তুলে যে নিশান।

সুর—সাত ভাই চম্পা

সাত কোটি বন্ধু জাগরে জাগরে,
ঘুম যেন থাকে না চোখের উপরে।
শিয়রে শত্রু এল তোমার
চেয়ে একবার দেখো, কেন নীরব থাকো,
কেন ঘুমেতে জ্ঞানহারা
দাও সাড়া গো সাড়া ॥
ও সাত কোটি ভাই এক মায়ের সন্তান,
কোথায় আছে তোমাদের রাইফেল কামান
এবার বাহির কর শত্রুর সামনে ধর,
শত্রু আসে না যেন আমাদের পারে ॥
ওভাই শত্রুধ্বংস করে তোল নিশান,
আয় আয়রে চলে সবে বাংলার জোয়ান।
জয় বাংলা বলে, জয় পতাকা তুলে
পিছু হটনা যেন ইয়াহিয়ার ডরে।

সুর—ডি, এল, রায়

বাঙ্গালীর বংশ, করিল ধ্বংস, ভুট্টা খাঁ আর ইয়াহিয়া খান,
বাঙ্গালীর রক্তে বহিছে স্রোত শোন ভাই হিন্দু মুসলমান।
বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালীর মেয়ে মরে তারা এবার হল শেষ,
বাকী যে বাঙ্গালী হইল কাঙ্গালী ছেড়ে চলে যায় নিজের দেশ।
পথে যেতে যেতে মিলিটারীর সাথে যদি দেখা হয় নাইরে ত্রাণ
এই বুঝি ওরে বাঙ্গালীর একতা কতলোক মরল শুনেছ যে কথা
শেষ কথা আজ শুনিবে কে তা বাঙ্গালীদের কি আছেরে কান
মরিছে বাঙ্গালী কাঁদিছে বাঙ্গালী ভাবিছে বাঙ্গালী সর্ব্বক্ষণা
বাঙালীর তরে কে কাঁদিবে ওরে চেয়ে দেখ সারা বিশ্বখান।

গান সুর—ও ললিতা

ও ভুট্টো খাঁ ওকে আজ সরে যেতে বলনা,
মুজিবের সঙ্গে যুদ্ধ, করবো না করবো না।
প্রাইভেটে এই কথা বল না ॥
চারিধারে ঋণের দায়ে, মরি আমি লাজে,
ধারের জন্য যায় যেথা ল্যাঙ মারে ল্যাজে,
আমার এই দুঃখের কথা কেন সে বোঝে না।
তুই একবার মুজিব কাছে চল না ॥
কর্ম্মচারি মাহিনার জন্য আসছে শত শত
স্তোব বাক্য দিয়ে তাদের বুঝাইব কত,
আমার এ কথা তারা, মানে না মানে না।
তুই একবার বুঝাইয়া বল না,
রাস্তা পেলে পালাইতাম বলি তোর ঠাঁই
ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর আমার নাই।
হজ করতে যেতে মোর মনে ছিল বাসনা,
ও ভুট্টো গো আমার সঙ্গে চল না।

সুর—না না না আজ রাতে

না না না ধার করে আর যুদ্ধ করতে যাব না।
দেবেনা সাহায্য আমাকে নাকি কোন গভর্ণর
তেড়ে আসছে পূর্ব্ববঙ্গের নাম করা সেই মুক্তি বাহিনী
সেনাদল মারছে ওরা প্রাণে লাগছে ডর। শুনছো মুজিবর।
আমিও যাব না ভুট্টো যাবে না
দায়ে পড়ে ধার করিতে যার কাছে যায়
সেইজন আমাকে ল্যাঙ মেরে খেদায়।
আমি ল্যাঙ খেয়ে পড়লাম এসে পাকিস্থানের পর। শুনছো মুজিব
আমিও যাব না ভুট্টোও যাবে না
তার পরে আমেরিকায় যেয়ে দিলাম ধন্না
তাদের একটু দয়া হল শুনে আমার কান্না।
এই ঋণের কথা মনে হলে গায়ে আসে জ্বর শুনছো মুজিবর।
আমিও যাব না ভুট্টাও যাবেনা
না না না ধার করে আর যুদ্ধ করতে যাব না